বিশ্বেশ্বর সেন
প্রযোজিত
হিন্দুস্থান আর্ট পিকচার্স লি
নিবেদন

হিন্দুস্থান আর্ট পিকচার্স লিমিটেডের

সশ্রদ্ধ নিবেদন

দু'ধারা

কাহিনী : মৃণাল সেন   পরিচালনা : অনামী

প্রধান উপদেষ্টা : শ্রীনীরেন্দ্র লাল সেন

প্রযোজনা : বিশ্বেশ্বর সেন   প্রচার সচিব : সত্যেন দত্ত

গীতিকার :—
উপেন মল্লিক, বাদল রায়, দীনেশ বন্দ্যোঃ

আবহ সংগীত তত্ত্বাবধায়ক :—
তিমির বরণ

প্রধান চিত্রশিল্পি :—বিদ্যাপতি ঘোষ

নৃত্য পরিচালনা :— প্রহ্লাদ দাস

সম্পাদনা :—রমেশ যোশী

শিল্প নির্দ্দেশক :—
তারক বসু ও গোপী সেন

বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাপনায় :
হেমন্ত বসু।

ব্যবস্থাপনায় :—
বিভূতি সরকার ও পশুপতি মুখার্জ্জী

কণ্ঠ সঙ্গীত :—
বীরেন রায় (এ) গঙ্গাপদ আচার্য্য

আবহ সঙ্গীত পরিচালনা :—
ধ্রুব চক্রবর্ত্তী

প্রধান শব্দযন্ত্রী :— মধু শীল

শব্দ যন্ত্রে :— গোবিন্দ মল্লিক

রূপসজ্জা :—অভয় দে

ধারারক্ষী :— বিজলী মুখার্জ্জী

—সহকারীগণ—

তড়িৎ নিয়ন্ত্রণে :— সমীর ভট্টাচার্য্য, সুখময় ভট্টাচার্য্য, অমূল্য দাস ও শম্ভূ ঘোষ

সম্পাদনায় :— দুলাল দত্ত ও ডি সিং

ব্যবস্থাপনায় :—যতীন গুপ্ত।

প্রধান চিত্রগুলিতে রূপ দিয়াছেন—
ধ্রুব চক্রবর্ত্তী, ফণী রায়, ভাস্কর দেব (এঃ), সত্য রায়,
বলীন সোম, মাষ্টার শম্ভূ;
গীতা সোম, স্বাগতা চক্রবর্ত্তী, মায়া বোস, আরতী মিত্র প্রভৃতি।

কালী ফিলিম্স ষ্টুডিওতে আর্, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

রসায়নাগার :—
বেঙ্গল ফিলিম্স লেবোরেটারী লিঃ

একমাত্র পরিবেশক :—
নবভারতী ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ
১৫৭-বি, ধরমতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১৩।

দুই বন্ধু শেখর ও শঙ্কর :—

শেখর সংগীতজ্ঞ, সংগীত তার জীবনের সর্ব্বস্ব, পেটের ভাবনা তাকে কোন দিন ভাবতে হয়নি—কারণ, সে বিত্তশালী। কলিকাতার উঁচু মহলে তার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু উঁচুমহলের ফালতু মর্য্যাদা-বোধ তার মনে এতটুকু আঁচড় কাটতে পারেনি। সুখের কল্পলোকেই সে এতদিন ভেসে বেড়িয়েছে। সামাজিক জীব হিসাবে ও তার যে একটা অস্তিত্ব আছে সে বিষয় সে বিন্দুমাত্র সচেতন নয়। সেদিক থেকে শেখর পুরোপুরি আত্ম-কেন্দ্রিক।

শঙ্কর নিজে শিল্পী না হলেও শিল্পের অনুরাগী, শিল্পীদের উপর তার শ্রদ্ধা অগাধ। কিন্তু শেখরের মত আত্ম-কেন্দ্রিক সে মোটেই না। ব্যবহারিক জীবন সম্বন্ধে বেশ সচেতন বলতে হবে।

শঙ্কর একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক—নাচ গান অভিনয়ের কেন্দ্র সেই প্রতিষ্ঠানই। কয়েকটা বছর শঙ্কর সেই প্রতিষ্ঠানটিকে বেশ সাফল্যের সঙ্গেই চালিয়ে আসছে, শিল্পের বিচ্যুতি না ঘটিয়ে যে ব্যবসায় উন্নতি হতে পারে প্রতিষ্ঠানের ভেতর দিয়ে শঙ্কর তাই প্রমান করেছে। শুধু পুরানো নামকরা শিল্পীদেরই জমায়েত সেটা নয় নূতনদের জন্যে প্রতিষ্ঠানের দরজা শঙ্কর সব সময়েই খোলা রেখেছে। তবেই তো মানুষ নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। আর সেই বিশ্বাস ছিল বলেই নানা রকম বিরুদ্ধ সমালোচনা দূরে ঠেলে ফেলে মায়ার মতন একটি গেঁয়ো মেয়েকে তার প্রতিষ্ঠানে টেনে এনে, উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে কৃতী শিল্পী মহলে তার যায়গা করে দিতে সক্ষম হয়েছিল। মায়াকে নিয়ে শেখর ও শঙ্করের মধ্যে কথা হয়। শেখর কিন্তু মায়ার প্রতিভা মানতে রাজি না, বলে, টাকার

কাছে যারা আর্টকে বিকিয়ে দিতে পারে তাদের ভেতর প্রতিভার বিকাশ সম্ভব নয়। শঙ্কর তর্ক করে বলে, বিকিয়ে দেওয়ার কোন প্রশ্নই এখানে ওঠে না শিল্পের ভেতর দিয়ে সে তার খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করে নেয় সেটা নিশ্চয়ই অন্যায় নয়। কিন্তু শেখরের ভুল ভাঙে না; ভুল ভাঙান প্রফেসর এক বৃদ্ধ সংগীতজ্ঞ বৈদেশিক শিল্পী। শেখরেরই একখানা গান তিনি মায়াকে শেখান, শেখরকে তার বাড়ীতে ডেকে আনেন, মায়ার গান শুনিয়ে তাকে তাক্ লাগিয়ে দেন। সেই গান শুনে শেখর তার ভুলের জন্যে ক্ষমা চায়। মায়ার ভার শেখর গ্রহণ করে। সমস্ত সত্তা, সমস্ত অনুভূতি দিয়ে শেখর মায়াকে তার নিজের মনের মতন করে গড়ে তোলে, তাকে ভাল-বাসে। শেখরের সমাজের লোকেরা নিন্দা করে। স্টেজের একটা সামান্য পেশাদারী শিল্পীর সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া গর্ব্বস্ফীত সমাজ বরদাস্ত কর্ত্তে পারে না। কিন্তু সমাজের চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে শেখর মায়াকে বিয়ে করে। শেখরের পিসিমা কিন্তু সমাজের প্রভাব সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।

শেখরের সমাজ এর পর সত্যি আর কিছু বলে না মায়াকে তারা তারা তাদেরই একজন মনে করে, মেলামেশার মধ্যে আর কোন ফাঁক থাকে না।

কিন্তু উঁচুমহলে চোখ ঝলসান ও মন ধাঁধান চাক্‌চিক্য মায়ার মাথাটাকে বিগড়ে দিতে পারে না। ঠিক পুরানো দিনের মতই তার ছোট ভাই কানু আর বুড়ো দাদুকে সে ভালবাসে। বাড়ীতে ডেকে আনে, এক কথায় তাদের প্রতি মায়ার টান এতটুকু কমে না।

মায়া বেশ বোঝে যে কানুকে নিয়ে লোকের মাঝে চলা যায় না। এমনি দুষ্ট তার ভাইটি। মুখের লাগাম নেই একেবারে, যাকে যা বলবার নয় তাই বলে, শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যায় পদে পদে।

কানুর এই ধরনের অসংযত ব্যবহার মার্জ্জিত রুচি সম্পন্ন শেখরকে মাঝে মাঝে বিব্রত করে তোলে,—বিশেষ করে বাইরের বন্ধু বান্ধবের মাঝে।

গণ্ডগোটলা বাধে এইখানেঃ—শেখর ও মায়া দুজন দুজনকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। মায়া মায়ের মত ভালবাসে তার ভাইকে। আর শেখর চায় কানুকে সর্ব্বদা এড়িয়ে চল্‌তে। মায়া বুদ্ধিমতি, শেখরের মনে কি খেল্‌ছে তা তার বুঝতে বাকী থাকে না। খানিকটা মানিয়ে গুণিয়ে চল্‌তে চেষ্টা করে দুজনে। তারপর একদিন মানিয়ে চলার মুখোসটাও খসে পড়ে।

পুরানো আত্ম-কেন্দ্রিক শেখরকে এখন আর চেনা যায় না—তার জীবনে একটা বিরাট পরিবর্ত্তন আসে।

জীবনের দুটো ধারা, একটি ব্যক্তিজীবন আর একটি সমাজ-জীবন এলো পাথারি স্রোতের টানে শেখরের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। আপোষ করে চল্‌তে মায়া আর রাজি নয়। দাম্পত্য জীবন অসহ্য হয়ে উঠে, বিরহের ব্যথা ও বড় কম নয়।

তারপর—

* * *

গান

১। দুলছে গাছে দোলন চাঁপা
"বউ কথা কও" কইছে পাখী—
সাথী গো আজ নীরব কেন
কও কথা কও মেল আঁখি—
ঐ যে পাখী—
দুয়ার খোল দুয়ার খোল
ডাকছে মলয় সন্ধ্যা হলো
চকা চকী মিল্‌ছে যেমন
সখা সখি মিলবে নাকি
মিলবে নাকি?
কুঞ্জ হৃদয় কুঞ্জ প্রীতি—
দখিণা বয় দুঃখের স্মৃতি—
পিউ কাঁহা পিউ কাঁহা
কয় পাপিয়া চাতক চুমে—
কোন চাতকী—

২। মরণ সম ফুরাল বেলা
নীরব হলো আঁধার রাতি
মরম পাড়ে মিলায়ে স্বপন
নিভিল নভে চাঁদের বাতি
দৈন্য দুঃখে অথৈ জলে
পরাণ মম হয় উতলা
আশার আলো নিভিয়া আসে
ফুরায়ে গেল সুখের মেলা
একটু শুধু (২) আবেশ মাখা
মনের পরশ প্রণয় বাণী—
ছন্দ মধুর একটি গাথা—
জীবনে মম স্মরণ মানি—

(৩)

মনের বীনায় যে সুর নিয়ত বাজে
ছন্দে ছন্দে সাজাই যে ফুল সাজে—
ওগো মরমীয়া সেই ফুল মালা (২)
তোমার গলায় পড়াবো নিরালায়
স্বপন মিলন মাঝে—।
জানি জানি ওগো জানি
আমার যে সুর তোমার কণ্ঠে
রচে নব নব বানি
মম সুরে আর তব গীতিকায়
তব প্রাণে প্রাণ মনে মন মিশে যায়
মরম জড়িত লাজে স্বপন মিলন মাঝে

(৪)

ওযে আধার পথের পথিক
তুই পথ ভুলেছিস কিরে—
তুই কার আশাতে পিছন পানে—
চাহিস ফিরে ফিরে—
মিটিয়ে দে আজ সকল আশা—
চুকিয়ে দে তোর কান্না হাসা—
সুদূর পথে পাড়ি দে আজ—
মায়ার বাধন ছিড়ে—
পিছনে তোর কে আছে রে
কে দেখাবে আলো—
কে আছে তোর আপন জনা—
কে বাসিবে তোরে ভালো—
যেতে যখন হবেই হবে
কেন ভাবিস তবে—
তোর জীর্ণ তরী ভাসিয়ে দে আজ
শান্তি পারাবারে।

(৫)

(ও) রাজ কন্যে গো—
শোন শোন আমার একটি কথা
কই কাণে কাণে—
আসবে তোমার রাজার দুলাল
ময়ূর পঙ্খিতে—
সেই সঙ্খ চূড়ার রত্নে মোরা
ময়ূর পঙ্খিতে—
শুধু এই মিনতি রাজ কন্যে গো—
গজমতি হার না পেলে উপহার—
কথা কইবে না কথা কইবে না—
রইবে অভিমানে—

(৬)

যখন আমি হারিয়ে যাব
ঐ গগনের কোনে
আমার কথা বারে বারে
পড়বে তোমার মনে
ভোরের ঐ গগনের কোণে
ঘুম ভাঙ্গানো ভোরের পাখী
করবে যখন ডাকা ডাকি
সেই সুরে মোর সুরের আভাষ
জাগবে অকারণে
বিশ্ব যবে আঁধার রাতে
স্বপন ঘুমে ভরা
একলা তুমি রইবে জেগে
আঁধার পলক হারা
দূর গগনের তারা হয়ে তোমার
পানে র'ব চেয়ে
তোমায় আঁখির তারার সাথে
মিলাব ক্ষণে ক্ষণে
ঐ গগনের কোণে।

(৭)

প্রভাতের এই অরুণ আলোর রাগে—
তোমার আপন সুরে কাঁপন লাগে—
দেখেছিলাম ভুবন ভরে
তোমারি প্রেম নিত্য ঝরে—
সবার মাঝে তোমার ছায়া লাগে—
আমায় পূর্ণ কর এমনি করে চাহিনা—
আর কিছু—
তোমায় পরশ হরষ ভরে রইব সবার নিচু
আবার যবে আসবে নামি
তখন ওগো জীবন স্বামী
জ্বালায়ে দীপ এমনি অনুরাগে—

(৮)

মালতি ও মালতি —
মলয় কি আজ পথ ভুলেছে
মাধবীর কুঞ্জে গিয়ে
কার কাছে সে প্রাণ খুলেছে।
কুহকের প্রণয় বিষে সে যে
আজ ভুলল কিসে
তাই কিরে তোর অভিমানির
ঠোট খুলেছে—
সে যে আজ আকুল হলো—
মাধবীর মান ভাঙ্গাতে—
ঠোটে ঠোটে তার কাপন লাগে—
মানিনীর মান ভাঙ্গাতে—
মাধবী এর পিয়াসী—
সর্ব্বনাশী প্রণয় সুরে—
মুখ খুলেছে—

নবভারতী ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ এর পক্ষ হইতে
শ্রীপুষ্প রঞ্জন [illegible] কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রেস্ অফ
আর্টস্, [illegible] রাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে
শ্রীস[illegible] সেন কর্তৃক মুদ্রিত।